তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৭

**নির্বাচনের সময় আমার জন্য আপনাদের দরজাটা খোলা রাখবেন**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম**, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :**

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, নির্বাচন কাছে চলে আসছে। আমাকে আপনারা দোয়া করবেন। নির্বাচনে যখন আমি আপনাদের দরজায় আসবো, তখন আপনাদের দরজাটা আমার জন্য খোলা রাখবেন।

আজ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা অডিটোরিয়ামে এন এন কে ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে দরিদ্র এবং দুরারোগ্য রোগীদের সাহায্যার্থে নগদ অর্থ, চেক, সেলাই মেশিন ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সরকারের পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সমগ্র রাঙ্গুনিয়ায় অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় আজকে দরিদ্র এবং দুরারোগ্য রোগীদের সাহায্যার্থে সেলাই মেশিন, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য কাপড় ও ঐচ্ছিক তহবিলের চেকসহ নানা সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

এছাড়া, বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে রাঙ্গুনিয়ায় ২১টি মসজিদ ভবন করে দিয়েছি। সম্ভবত ২০১২ সালে ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ১ (এক) কোটি টাকার টিন বিতরণ করেছি। প্রত্যেকটি ইউনিয়নে পাওয়ার টিলার, রিক্সা এবং অটোরিক্সা কিনে দিয়েছি।

পরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী বলেন, সমগ্র দেশের ন্যায় রাঙ্গুনিয়ায় অতীতেও নানা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে একটি মহল আছে যারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। রাঙ্গুনিয়ায় যেন পূজাকেন্দ্রিক কোনো বিশৃঙ্খলা না হয় সেজন্য পুলিশ প্রশাসনসহ দলীয় নেতাকর্মীদের সজাগ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এনএনকে ফাউন্ডেশনের পরিচালক মাস্টার আবদুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আতাউল গণি ওসমানী, রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার মেয়র মো. শাহজাহান সিকদার ও রেডক্রিসেন্ট চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক মাস্টার আসলাম খান।

#

সুব্রত/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২২৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৬

**বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বলেই প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে সম্মানিত হয়েছেন**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর)**, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :**

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ সম্পীতির পথে হাঁটছে, অসাম্প্রদায়িকতার পথে হাঁটছে, মানবতার পথে হাঁটছে বলেই বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী সম্মানিত হয়েছেন, বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বলেই প্রধানমন্ত্রী সম্মানিত হয়েছেন। দেশের উন্নয়নে যে বড় বড় বাধাগুলো ছিল তার মধ্যে আইনের শাসন অন‍্যতম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে বিরল উপজেলাধীন সকল পূজা উদ্‌যাপন কমিটির মাঝে সরকারি অনুদানের অর্থ বিতরণ এবং বিরল উপজেলা সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিভক্তি আর সংঘাত কখনোই কল্যাণ আনতে পারে না। একটি ধর্মের সাথে আর একটি ধর্মকে উস্কে দিয়ে একটি সংঘাত তৈরি করার পরিস্থিতি এখন আর নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

 অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী উপজেলার ৯৫টি দুর্গাপূজা মণ্ডপের প্রত্যেকটিতে জিআর অনুদানের অর্থ এবং ব্যক্তিগত উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের আওতায় গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণের সুপারভাইজার ও এলসিএস মহিলা কর্মীদের মাঝে সঞ্চয়ের অর্থের চেক বিতরণ করেন। সুপারভাইজারদেরকে ১ লাখ ৪২ হাজার ও এলসিএস মহিলা কর্মীদের প্রত্যেককে ১ লাখ ১৮ হাজার টাকা করে মোট ১৩ লাখ ২২ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে।

 উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ আফছানা কাওছারের সভাপতিত্বে ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিছুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সুজন সরকার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র আলহাজ মোঃ সবুজার সিদ্দিক সাগর, সাধারণ সম্পাদক ও পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক রমাকান্ত রায়, বিরল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. শফিউল ইসলাম, প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম এ কুদ্দুস সরকার, উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি আলহাজ মাওলানা মোঃ মনসুর আলী, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নেতৃবৃন্দ।

 প্রতিমন্ত্রী পরে বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হলরুমে বোচাগঞ্জ উপজেলাধীন সকল পূজা উদ্‌যাপন কমিটির মাঝে সরকারি অনুদানের অর্থ বিতরণ করেন এবং বিরল উপজেলা সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৭০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৫

**বিএনপির পাকিস্তানই ভালো ছিল বক্তব্য এবং রডের মাথায় জাতীয় পতাকা একই সূত্রে গাঁথা**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলের পাকিস্তানই ভালো ছিল বক্তব্য এবং ঢাকায় লাঠি ও রডের মাথায় জাতীয় পতাকা লাগানো একই সূত্রে গাঁথা। তারা জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে। দু’টির মধ্যে সম্পর্ক আছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা করছে, মুন্সিগঞ্জে নিজেদের কর্মীকে নিজেরা মেরেছে। তাদের এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনে নিজেদের কর্মীদের নিজেরা মেরে দেশে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো। সেটা যদি বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশের নামে আবারো করার অপচেষ্টা চালায় সেগুলো সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে, জনগণও তাদের প্রতিহত করবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের দায়িত্ব।’

আজ চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের জিমন্যাশিয়াম হলে সাংবাদিকরা বিএনপির বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশের ডাক দিয়ে প্রস্তুতি সভা করার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাঝে সমাজসেবা অধিদপ্তরের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্যমন্ত্রী।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের সময় একটি মোনাজাতকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসককে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, এটার কোনো তদন্ত হয়েছে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে শতশত মানুষের মধ্যে কেউ একজন মোনাজাত ধরেছে। মুসলমান হিসেবে এখানে যদি কেউ মোনাজাত ধরে আর আমি যদি এখানে মোনাজাত না ধরে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে তো আমাকে বলবে বিধর্মী। সেই জন্য জেলা প্রশাসকও সেখানে মোনাজাত ধরেছেন। মোনাজাতের মধ্যে কে কি বললো, সেটার দায় জেলা প্রশাসকের ওপর বর্তায় বলে আমি মনে করি না।’

হাসান মাহ্‌মুদ বলেন, এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসককে একটি শো-কজ নোটিশ দেওয়া বা তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া ও তার বক্তব্য নেওয়া দরকার ছিল। বক্তব্য সন্তোষজনক না হলে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারত। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে একটি মোনাজাত ও কিছু পত্রিকার সংবাদকে উপলক্ষ্য করে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে আমি মনে করি সেটি তড়িঘড়ি এবং যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ নিয়ে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সমস্ত মানুষের কথা ভাবেন। একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথাও তিনি ভাবেন। সেই ভাবনা থেকেই আজকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুদান দেয়া হচ্ছে। হরিজন সম্প্রদায়ের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেটুকু বাকি আছে সেটিও যত দ্রুত সম্ভব আমরা করে ফেলব।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, যুবসমাজকে সংগঠিত করার জন্য, যুবসমাজ যাতে বিপথে পরিচালিত না হয়, মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকে, জঙ্গিবাদসহ নানা ধরনের অপকর্মে যুক্ত না হয় সেজন্য সরকার ক্লাবভিত্তিক খেলাধুলার প্রসারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যার সঠিক সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বের কারণেই আমাদের নারী ফুটবল দল আজকে সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের সবগুলো খেলোয়াড় একেবারে প্রত্যন্ত এলাকার বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট থেকে উঠে এসেছে। আজকে তারা দেশের গর্ব।

জেলা প্রশাসক মমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোজাফ্ফর আহমদ, জেলার ভারপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সরওয়ার কামাল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

এরপর আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিকেএসপি সম্মেলন কক্ষে প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের জেলা এবং মহানগর নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

#

আকরাম/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২২/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৪

**শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে হবে, লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা হবে না**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জাতীয় বা সামাজিক যে কোনো সমস্যা নিয়ে সমাবেশ, মিছিল, মিটিং করা ও প্রতিবাদ জানানো যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা দলের মৌলিক অধিকার। তবে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, সমাবেশ, মিছিল-মিটিং সুশৃঙ্খল হতে হবে, শান্তিপূর্ণ হতে হবে। মিছিল-মিটিংয়ের নামে কোনোক্রমেই মানুষের জানমালের ওপর হুমকি বা ঝুঁকি সৃষ্টি করা যাবে না।

আজ টাঙ্গাইলের পৌর উদ্যানে টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, যে কোনো মানুষের, সে সরকারি দলের হোক বা বিরোধী দলের হোক নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব পুলিশের, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। কোনো দল যদি মনে করে তারা লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা করবে, তাহলে তারা ভুলপথে আছে। লাঠি নিয়ে বা লাঠিতে পতাকা বেঁধে সমাবেশ, মিছিল, মিটিং করা সরকার মেনে নেবে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি মিথ্যাচার করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তারা ২০১৩ সালে আবার ফিরে যেতে চাচ্ছে। তারা নির্বাচনে যাবে না বরং গাড়িতে আগুন দিবে, ট্রেনে আগুন দিবে, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারবে, বিদ্যুতের লাইন তুলে ফেলবে। তিনি বলেন, মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার, সরকার তাই করবে। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখন অনেক সুশৃঙ্খল ও সক্ষম।

টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল হক আলমগীরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এমএ রৌফের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সংসদ সদস্য মির্জা আজম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক মেহের আফরোজ চুমকি, টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুর রহমান খান ফারুক, সাধারণ সম্পাদক জোয়াহেরুল ইসলাম এমপি, সংসদ সদস্য ছোট মনির ও ছানোয়ার হোসেন এবং জেলা ও শহর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৯০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :**

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭০৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৮২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৬৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৮৮ জন।

#

কবীর/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৬৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫২

**সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাথে গুয়াতেমালার Cultural and Natural Heritage**

 **বিষয়ক ভাইস মিনিস্টারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

মেক্সিকো সিটির Los Pinos- এ গতকাল UNESCO World Conference 2022- এ অংশগ্রহনরত সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং গুয়াতেমালার Cultural and Natural Heritage বিষয়ক ভাইস মিনিস্টার Mario Roberto Maldonado Samayoa বৈঠক করেন।

বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে বহুগুণ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে কে এম খালিদ বলেন, বাংলাদেশ কয়েক দশক ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, লৈঙ্গিক সমতা এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বের নিকট উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনার দ্বার হিসেবে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের একটি অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তৈরি পোশাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ও প্লাস্টিক শিল্পের সুখ্যাতি রয়েছে। আইসিটি শিল্পও ক্রমবর্ধমান। তিনি আরো বলেন, গুয়াতেমালা হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় এলাচ উৎপাদনকারী দেশ, যা বাংলাদেশি রন্ধনশালায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দেশটি চকলেটবারেরও উদ্ভাবক।

কে এম খালিদ বলেন, বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালা উভয় দেশই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। বর্তমানে বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালার মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা নগণ্য। অদূর ভবিষ্যতে যাতে দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদার করা যায় সেজন্য তিনি দ্বিপাক্ষিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতায় একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার প্রস্তাব দেন।

গুয়াতেমালার ভাইস মিনিস্টার সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি সাংস্কৃতিক সহযোগিতার পাশাপাশি দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগকেও কাজে লাগানোর আহবান জানান। এ ব্যাপারে প্রতিমন্ত্রী সহ বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন।

#

ফয়সল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫১

**সৃজনশীলতা একবিংশ শতাব্দীর জ্বালানিস্বরূপ**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ অক্টোবর) :**

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সৃজনশীলতা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর জ্বালানিস্বরূপ। সৃজনশীল শিল্পের ধারণা তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এ শিল্পের অর্থমূল্য বৈশ্বিক জিডিপির ৩.১%। এতে বিপুল সংখ্যক যুবকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যা বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করে। সৃজনশীল অর্থনীতি সৃজনশীল পণ্য-পরিষেবা, শিল্প-সংস্কৃতি, ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এবং প্রযুক্তির বাণিজ্যকে সহজতর করে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল মেক্সিকো সিটিতে তিন দিনব্যাপী ‘UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development, Mondiacult 2022" কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে ‘The Future of Creative Economy’ শীর্ষক থিমেটিক সেশনে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

ইউনেস্কো কর্তৃক ২০২০ সালে ‘সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার’ প্রবর্তনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের জাতির পিতার নামে নামকরণ করা এ পুরস্কার সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পে আগ্রহী তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। সৃজনশীলতা টেকসই মানব উন্নয়নের জন্য একটি স্বীকৃত নবায়নযোগ্য সম্পদ। আর তরুণরাই এর প্রধান চালিকাশক্তি ও সৃজনশীল অর্থনীতির ভবিষ্যতের পতাকাবাহী। ডিজিটাল মাধ্যমে সংস্কৃতি চর্চায় দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানিয়ে কে এম খালিদ বলেন, এখন ডিজিটাল ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে। অল্প সময়ে বেশিসংখ্যক মানুষের নিকট সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারে এটি অন্যতম মাধ্যম। তবে এর একটি খারাপ দিকও রয়েছে যদি না এটিকে নিরাপদ, দায়িত্বশীল ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রচার করা হয়।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা থেকে সংস্কৃতিকে বাদ দিলে আমরা এসডিজি’র লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। তিনি উপস্থিত সবাইকে সৃজনশীল অর্থনীতির নিরাপদ, দায়িত্বশীল ও নিয়ন্ত্রিত ভবিষ্যতের জন্য একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

ফয়সল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/৯৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫০

**আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২২' উপলক্ষ্যে আমি দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রবীণ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তির সহনশীলতা (The Rcsilicnce of Older Persons in a Changing World)’- বৈশ্বিক বাস্তবতায় যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। সাংবিধানিক অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য ১৯৯৬ সালে প্রবীণ ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে বয়স্ক ভাতার প্রচলন করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত বাস্তবমুখী নানাবিধ উদ্যোগের কারণে সামাজিক সূচকে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৪ বছরে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে বেড়ে চলেছে প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা। বর্তমানে দেশে মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশের অধিক প্রবীণ। ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলস্বরূপ ইতোমধ্যে ২৬২টি উপজেলার শত ভাগ বয়স্ক ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলার শত ভাগ প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিকল্পিতভাবে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫৭ লক্ষ ১ হাজার জন প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবীণদের সুরক্ষায় ‘পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' ও জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রবীণদের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ ও তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া, সরকারি স্থাপনা ও যানবাহনকে প্রবীণবান্ধব করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। সম্প্রতি আইএলও কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল প্রটেকশন রিপোর্ট ২০২১-২২' অনুযায়ী ২৮.৪ শতাংশ মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে, যার মধ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত।

প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের কল্যাণে এগিয়ে এলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

করোনায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি মারাত্মক হারে বেড়েছে। আমাদের প্রবীণব্যক্তিগণ এ বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলায় অসীম সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আসুন, আমরা সবাই প্রবীণদের সুরক্ষিত রাখতে একসঙ্গে কাজ করি ।

আমি ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪৯

**আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

**রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল** ১ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২২’ **উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :**

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবছর দিবসটির প্রতিপ্রাদ্য ‘The Resilience of Older Persons in a Changing World’ অর্থাৎ ‘পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তির সহনশীলতা’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রবীণরা সমাজে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। সভ্যতার উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির কারণে দেশে প্রবীণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মোট জনসংখ্যার ৯.২৮ শতাংশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। প্রবীণদের মর্যাদাসম্পন্ন, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে সরকার ‘জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩’ ও ‘পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা প্রবর্তন করা হয়। এখন পর্যন্ত দেশের ২৬২টি উপজেলার শতভাগ বয়স্ক ব্যক্তিকে এ ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫৭ লক্ষ ১ হাজার জন প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া আশ্রয় ও স্বজনহীন প্রবীণদের জন্য ৮টি প্রবীণ নিবাস স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সরকারের গৃহীত এসকল পদক্ষেপ প্রবীণদের কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রবীণ ব্যক্তির বয়সজনিত বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা যায়। এসময় তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি জনহিতৈষী সংগঠন ও বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমি প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২২’ উদযাপন সফল হোক।

**জয় বাংলা।**

**খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

হাসান**/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/**২০২২/১০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪৮

**দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ অক্টোবর শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সার্বজনীন উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

 আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’- এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে আমরা সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশ আমাদের সকলের। বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন করে যাচ্ছে। সব ধর্মের মানুষ সমভাবে উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে।

 করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং জনগণকে সকল সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সকলকে একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। আমি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের অনুরোধ জানাই।

 আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

ইমরুল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/৯৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪৭

**শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ অক্টোবর শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সারাদেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

 বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আবহমানকাল ধরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সার্বজনীন। এ সার্বজনীনতা প্রমাণ করে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরো সুসংহত হোক- এ কামনা করি।

 মানবতা সকল ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। করোনা মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি। এর ফলে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে দিনাতিপাত করছে। আমি সমাজের দুস্হ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। শারদীয় দুর্গোৎসবের আনন্দে সকলেই যাতে শামিল হতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

 সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ‍ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্ব মানবতার জয় হোক- এ প্রত্যাশা করি ।

 শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক।

 জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা